TOPIC-Chief features of the Mughul land revenue system. (মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্হার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য)।

4th semester,cc-9

- সমগ্র ভারতব্যাপী যে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্টা হয়েছিল তার পরিচালনার সামগ্রিক বিপুল ব্যয় নির্বাহ করা হত মূলত রাজস্ব ব্যবস্হা থেকে সংগৃহিত অর্থের মাধ্যমে।এই বিপুল অর্থের যোগান বেশিরভাগ আসত ভূমি রাজস্ব থেকে। তাই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্হা দুর্বল হলে মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্হার পতন অনিবার্য ছিল। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র, এ.এন. সিদ্দিকী, আতাহার আলি প্রমুখ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য রাজস্ব ব্যবস্হার পতনকে দায়ী করেছেন।
- বাবর ও হুমায়ুনের শাসনকালে পুরাতন পদ্ধতিতে দিল্লী সুলতানি যুগের মত রাজস্ব সংগৃহিত হত।এ সময় জমি জরিপ হত না, জমির প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তির ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় হত। মুঘল অ্রর্থনীতিতে কৃষি ও ভূমি-রাজস্বের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া শুরু হয় আকবরের সময় থেকে। তিনিই প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রাজস্ব ব্যবস্হাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেন। এই সামগ্রিক রাজস্ব কাঠামো নির্মানের দায়িত্ব তিনি টোডরমলের হাতে ছেড়ে দেন।টোডরমল তার রাজস্ব ব্যবস্হার মাধ্যমে তিন প্রকার ভূমি রাজস্ব চালু করেন,জাবতি,গালাবক্স এবং নাসক প্রথা। তবে তার প্রবর্তিত জাবতি ব্যাবস্হার জন্য টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্হার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।
- ভূমি রাজস্ব ব্যবস্হার পূর্বের ত্রুটি দূর করে আকবর সারা দেশব্যাপী একই রাজস্ব ব্যবস্হা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।সে জন্য তিনি সমগ্র দেশে সুস্পষ্ট কয়েকটি স্হায়ী ব্যবস্হার উপর নির্ভর করে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্হা স্হির করেন। প্রথমত, তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী প্রতি গ্রাম বা শহরের চাষযোগ্য জমি নির্ধারন করে প্রতিটি কৃষকের জমির পরিমান নির্দিষ্ট করে জরিফ করে দেন। দ্বিতীয়ত, সমস্ত চাষযোগ্য জমিকে উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে পোলাজ,পরৌটি,চাচর ও বাঞ্জার-এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তৃতীয়ত, প্রতি বিঘা জমির গত দশ বছরের উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের গড় নির্নয় করে,তৎকালীন দ্রব্যমূল্যের হার অনুযায়ী ১/৩ ভাগ রাজস্ব প্রাপ্য নির্ধারন করা হয়। চতুর্থত, শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাষ্ট্রকে রাজস্ব পরিষদের প্রথা চালু করা হয়। এই হিসাব অনুসারে প্রতিটি চাষীর কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হত।এর ফলে চাষীর নির্ধারিত চাষযোগ্য জমির পরিমানের সমতুল্য রাজস্ব দিতে হত।অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা থেকে কৃষক মুক্তি পায়। প্রতি বছর পাটোয়ারী গ্রামে গিয়ে রাজস্ব নির্ধারন করে নগদ অর্থে চাষীদের প্রদেয় রাজস্বের দাবিপত্র ধরিয়ে দিতেন। তবে চাষী ফসলের মাধ্যমে ও রাজস্ব দিতে পারত।কিন্তু তাকে নগদ অর্থের হিসাবে রসিদ দেএয়া হত।কৃষকের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে আকবর যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন।
- আকবরের সময় থেকে রাজস্ব নির্ধারণের প্রথা হিসাবে জাবতি,নাসক,কানকুটও ভাওয়ালি প্রথার প্রচলন ছিল।টোডরনল ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান-ই-আশরফ নিযুক্ত হয়ে এই আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্হা প্রবর্তন করেন।তাঁর বন্দোবস্তে জাবতি ব্যবস্হাই প্রাধান্য পায়।প্রতি বছর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দস্তুর অর্থাৎ শস্যের মূল্যের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের পর তা বিচার বিবেচনার পর শস্যনূল্য ঘোষনা করা হত।এই শস্যের মূল্য অনুযায়ী দশ বছরের গড় করে ১/৩ ভাগ রাজস্ব নির্ধারিত হত সমগ্র দেশের জন্য।
- জাবতি ব্যবস্হাকে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্হার ভিত্তি বলা যায়। তবে সমগ্র মুঘল যুগে একই রাজস্ব-নীতি গৃহিত হয়নি।রাজস্ব হার ও একই রকম ছিল না।যেখানে জাবতি ব্যবস্থা ছিল সেখানে১/৩ অংশ রাজস্ব আদায় হত।কিন্তু নগদে রাজস্বের আদায়ের ক্ষেত্রে বেশী আদায় করা হত।কাশ্মীরে অর্ধেক শস্য ছিল সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব। আজমীরে ১/৭ বা ১/৮ ভাগ শস্য আদায় করা হত। ইরফান হাবিব বলেছেন সাম্রাজ্যের সর্বত্র নগদে রাজস্ব আদায় ব্যবস্হা বেশ জোরালোভাবে কার্যকরি হয়েছিল।তাঁর মতে জমির অধিকার অপেক্ষা, জমিতে উৎপন্ন ফসলের দ্বারা ভূমি রাজস্ব লাভে সরকার জোর দেওয়াতে ইউরোপের মত ভূমিদাস প্রথা মুঘল ভারতে উদ্ভব লাভ করেনি।
- তবে আকবর পরবর্তী জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কি নীতি নেন তা সঠিক জানা যায় না।তবে কিছু তথ্য থেকে জানা যায় শাহজাহানের সময় ১/৩ অংশ রাজস্ব আদায় করা হত। জাহাঙ্গীর তাঁর শাসনকালে জমার অঙ্ক অনেক উচ্চহারে নির্ধারন করেন এবং ইজারা বিলির পুরাতন প্রথা প্রবল ভাবে ফিরিয়ে আনাতে ভূমি রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্হা দুর্বল হয়ে পড়ে।শাহজাহান জায়গীরদারি ব্যবস্হা নিয়ে তীব্রভাবে বিচলিত চিলেন, তাই তিনি ইজারাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের অধিকার ছেড়ে দেন,ফলে এই ব্যবস্হায় দূর্নীতি প্রবলভাবে প্রবেশ করে।
- ঔরঙ্গজেবের সময়ে নাসক বা সমবায় ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্যের প্রথাটি স্বীকৃতি পায়।এখন থেকে সমগ্র গ্রাম বা টপ্পা বা পরগণা কে রাজস্ব ধার্যের একক গণ্য করা হয়।এর ফলে বৃহৎ জমিদার থেকে ক্ষুদ্র ইজারাদার সকলেই কৃষকের উপর রাজস্বের বোঝা চাপানোর সুযোগ পেয়ে যায়। রাষ্ট্রের পরিবর্তে এখন মধ্যস্বত্বভোগীরাই লাভবান রাজস্ব ভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়। গৌতম ভদ্র ও ইরফান হাবিব ঔরঙ্গজেবের সময়ে যে কৃষক বিদ্রোহের কথা বলেছেন তার অন্যতম কারন ছিল কৃষকের এই রাজস্ব জনিত অসন্তুষ্টি। সতীশচন্দ্রের মতে এর ফলেই মূলত জায়গীরদারি চরম সংকটে পড়েছিল, বার বার জায়গীর বন্টন হলেও মূল রাজস্ব হারে কোন পরিবর্তন হয়নি। যার ফলে কৃষকরাই ব্যক্তিগতভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্হ হয়েছিল। এমনকি জানা যায় ঔরঙ্গজেব রসিক দাসকে নির্দেশ দেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলেও এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় করার।
- অনেক ত্রুটি সত্বেও একথা বলা যায় যে মুঘল যুগেই প্রথম ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে কৃষি এ কৃষক বেশ কিছুটা প্রাধান্য পায়।যতদূর সম্ভব কৃষকের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত রাজস্ব আদায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।রাষ্ট্র চেয়েছিল কৃষক যেন অত্যাচারিত না হয়।কৃষকের নিকট থেকে কিস্তিতে রাজস্ব গ্রহণ,তকভি নামক সহজ কৃষি ঋণ প্রদান কৃষক স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টাই ছিল। ভিনসেণ্ট

স্মিথ আকবরের রাজস্ব ব্যবস্হাকে বাস্তববাদী ও সুচিন্তিত বলেছেন। মূলত মুগল শাসকরাই প্রথম আধুনিক কৃষি ব্যবস্হার ভিত্তি স্হাপনের চেষ্টা করেন। কৃষি রাজস্ব ছাড়া আবওয়াব বা সেস্ জাতীয় অতিরিক্ত কোন কর ছিল না। মনে রাখতে হবে মুঘল সাম্রাজ্য একটি বিশাল সাম্রাজ্য ছিল,যার ব্যয়ভার ততধিক বৃহৎ ছিল।তথাপি কৃষক স্বার্থের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছিল। তাই এটা বলা মনে হয় ভুল হবে না যে, মুঘলদের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্হা পরবর্তী ব্রিটিশ শাসকদের থেকে ও কৃষক স্বার্থ রক্ষা করেছিল।

Teacher’s name—Subrata Biswas